মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৭

(১)ফজরের পরেই প্রধান ইমামেরা ও বুজুর্গরা একত্রে বসে হযরত ইসা আ.কে মেরে ফেলার বিষয়ে আলোচনা করলেন। (২)তারা হযরত ইসা আ.কে বেঁধে নিয়ে গিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পিলাতের হাতে তুলে দিলেন।

(৩)যখন ইহুদা, যিনি তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, দেখলেন যে, হযরত ইসা আ. দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছেন, (৪)তখন তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং প্রধান ইমামদের ও বুজুর্গদের কাছে গিয়ে সেই তিরিশ টুকরো রুপা ফেরত দিয়ে বললেন, “নিষ্পাপ-রক্তপাত ঘটিয়ে আমি গুনাহ করেছি।” কিন্তু তারা বললেন, “তাতে আমাদের কী? এ তো তোমার ব্যাপার।” (৫)তখন তিনি ওই রুপার টুকরোগুলো নিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দসের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন এবং গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন।

(৬)কিন্তু প্রধান ইমামেরা ওই রুপার টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, “এগুলো কোষাগারে রাখা ঠিক নয়, কারণ এ তো রক্তের মূল্য।” (৭)তাই তারা পরামর্শ করার পর ওগুলো দিয়ে বিদেশিদের কবর দেবার জন্য এক কুমোরের জমি কিনলেন। (৮)সেজন্য আজো ওই জমিকে বলা হয় “রক্তের জমি”।

(৯)হযরত ইয়ারমিয়া নবির মধ্য দিয়ে বলা একথা এভাবেই পূর্ণ হলো-¬“তারা তিরিশ টুকরো রুপা নিলো। যাঁর মূল্য নির্ধারিতই ছিলো, এটি তাঁরই মূল্য। (১০)বনি-ইসরাইলের কিছু লোক তাঁর জন্য এই মূল্য নির্ধারণ করেছিলো। আল্লাহ

আমাকে যেভাবে হুকুম দিয়েছিলেন, সেভাবেই তারা ওগুলো কুমারের জমির জন্য দিলো।”

(১১)হযরত ইসা আ.কে গভর্নরের সামনে দাঁড় করানো হলো। গভর্নর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি ইহুদিদের বাদশা?” হযরত ইসা আ. বললেন, “আপনিই তা বলছেন।” (১২)কিন্তু প্রধান ইমামেরা ও বুজুর্গরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, তখন তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। (১৩)তখন পিলাত তাঁকে বললেন, “তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না যে, ওরা তোমার বিরুদ্ধে কতো কি অভিযোগ করছেন?” (১৪)কিন্তু তিনি তাকে কোনো উত্তর দিলেন না, এমনকি একটি অভিযোগেরও না। এতে গভর্নর খুবই আশ্চর্য হলেন।

(১৫)ইদের সময় লোকেরা যে-কয়েদিকে চাইতো, রীতি অনুসারে গভর্নর তাকে ছেড়ে দিতেন।

(১৬)সেই সময় বারাব্বা নামে একজন কুখ্যাত কয়েদি ছিলো। (১৭)সুতরাং লোকেরা সমবেত হলে পিলাত তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য আমি কাকে মুক্তি দেবো, বারাব্বাকে, নাকি এই হযরত ইসা আ.কে, যাকে মসিহ বলা হয়?” (১৮)কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিংসা করেই তারা তাঁকে তার হাতে দিয়েছেন।

(১৯)তিনি যখন বিচারের আসনে বসে ছিলেন, তখন তার স্ত্রী তাকে বলে পাঠালেন, “তুমি ওই দীনদার মানুষটির বিরুদ্ধে কিছুই করো না, কারণ আমি আজ তাঁকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখে খুবই কষ্ট পেয়েছি।”

(২০)এদিকে প্রধান ইমামেরা ও বুজুর্গরা লোকদের উসকে দিলেন, যেনো তারা বারাব্বাকে চেয়ে নেয় এবং হযরত ইসা আ.কে হত্যার দাবি জানায়।

(২১)গভর্নর আবার তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য এই দু’জনের মধ্যে আমি কাকে মুক্তি দেবো?” তারা বললো, ‘বারাব্বাকে’। (২২)পিলাত তাদের বললেন, “তাহলে এই যে হযরত ইসা আ., যাকে মসিহ বলা হয়, তাকে নিয়ে আমি কী করবো?” তারা সকলে বললো, “ওকে সলিবে দিন!”

(২৩)তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কেনো, সে কী দোষ করেছে?” কিন্তু তারা আরো জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, “ওকে সলিবে দিন!”

(২৪)সুতরাং পিলাত যখন দেখলেন যে, তিনি কিছুই করতে পারছেন না, বরং একটি দাঙ্গা শুরু হতে চলেছে, তখন তিনি কিছু পানি নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, “এই মানুষটির রক্তপাতের ব্যাপারে আমি নির্দোষ; তোমরাই তা বুঝবে।” (২৫)তখন সমস্ত লোক একসাথে বলে উঠলো, “ওর রক্তপাতের ব্যাপারে আমরা ও আমাদের সন্তানরাই দায়ী রইলাম।”

(২৬)তখন পিলাত বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন, আর হযরত ইসা আ.কে চাবুক মেরে সলিবে দেবার জন্য দিয়ে দিলেন।

(২৭)অতঃপর গভর্নরের সৈন্যরা হযরত ইসা আ.কে গভর্নরের প্রধান কার্যালয়ের ভেতরে নিয়ে গেলো এবং তারা গোটা সেনাদলকে তাঁর চারদিকে জড়ো করলো। (২৮)তারা তাঁর জামা-কাপড় খুলে নিয়ে তাঁকে টকটকে লাল গাউন পরিয়ে দিলো।

(২৯)এরপর তারা কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলো। তাঁর ডান হাতে দিলো একটি নলখাগড়া। এবং তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে তাঁকে উপহাস করে বলতে লাগলো, “খোশ আমদেদ, ইহুদিরাজ!” (৩০)তারা তাঁর গায়ে থুথু দিলো, নলখাগড়াটি নিয়ে নিলো এবং তাঁর মাথায় আঘাত করলো। (৩১)এভাবে তাঁকে

ঠাট্টাতামাসা করার পর তারা ওই গাউনটি খুলে তাঁকে তাঁর নিজের জামা-কাপড় পরিয়ে দিলো এবং সলিবে দিয়ে হত্যা করার জন্য নিয়ে চললো।

(৩২)বাইরে যাবার সময় তারা সিমোন নামে কুরিনীয় এক লোকের দেখা পেলো। তাকেই তারা তাঁর সলিব বইতে বাধ্য করলো। (৩৩)অতঃপর তারা যখন 'গল্গথা' অর্থাৎ 'মাথার খুলির স্থান', নামে একটি জায়গায় এসে পৌঁছালো, (৩৪)তখন তারা তাঁকে তেতো মেশানো আঙুররস খেতে দিলো কিন্তু স্বাদ নিয়েই তিনি তা আর খেলেন না।

(৩৫)অতঃপর তারা তাঁকে সলিবে দিলো। ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর জামা-কাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো। (৩৬)এবং সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলো।

(৩৭)তারা তাঁর মাথার ওপরে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগনামা লিখে লাগিয়ে দিলো, "এ হলো হযরত ইসা আ., ইহুদিদের বাদশা।" (৩৮)তারা দু'জন ডাকাতকেও তাঁর সাথে সলিবে দিলো- একজনকে ডান দিকে ও অন্যজনকে বাম দিকে।

(৩৯)যারা সেপথ দিয়ে যাচ্ছিলো, তারা মাথা নেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বললো, (৪০)"তুমি নাকি বায়তুল-মোকাদ্দস ভেঙে আবার তিন দিনের ভেতর তা তৈরি করতে পারো! তুমি যদি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন হয়ে থাকো, তাহলে এখন সলিব থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা করো।"

(৪১)একইভাবে প্রধান ইমামেরা আলিম ও বুজুর্গদের সাথে তাঁকে উপহাস করে বললেন, (৪২)"সে অন্যদের রক্ষা করতো কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। সে তো ইস্রাইলের বাদশা! এখন সলিব থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরাও

তার ওপর ইমান আনবো। (৪৩)সে তো আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। আল্লাহ যদি চান, তাহলে এখন একমাত্র তিনিই তাকে উদ্ধার করুন। কারণ সে তো বলতো, ‘আমি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।’” (৪৪)যে-ডাকাতদের তাঁর সাথে সলিবে দেয়া হয়েছিলো, তারাও তাঁকে একইভাবে টিটকারি করলো।

(৪৫)দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারাদেশ অন্ধকার হয়ে রইলো। (৪৬)বেলা তিনটের সময় হযরত ইসা আ. চিৎকার করে বললেন, “এলোই, এলোই, লামা সাবাক্তানি?” অর্থাৎ “আল্লাহ আমার, আল্লাহ আমার, কেনো তুমি আমাকে ত্যাগ করেছো?” (৪৭)যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের কয়েকজন একথা শুনে বললো, “সে হযরত ইলিয়াস আ.কে ডাকছে।” (৪৮)এক লোক দৌড়ে গিয়ে একটি স্পঞ্জ সিরকায় ভেজালো এবং তা একটি লাঠির মাথায় লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিলো। (৪৯)কিন্তু অন্যরা বললো, “থাক, দেখি, হযরত ইলিয়াস আ. তাকে নামিয়ে নিতে আসেন কিনা।”

(৫০)অতঃপর হযরত ইসা আ. আবার জোরে চিৎকার করে ইন্তেকাল করলেন। (৫১)তখনই বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটি ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু’ভাগ হয়ে গেলো। ভূমিক¤প হলো এবং পাথরগুলো ফেটে গেলো। (৫২)কবরগুলোও খুলে গেলো এবং চিরনিদ্রায় শায়িত অনেক কামিলের দেহ জেগে উঠলো। (৫৩)তাঁর পুনরুত্থানের পর তারা কবর থেকে বেরিয়ে এসে পবিত্র শহরের মধ্যে গেলেন এবং অনেককে দেখা দিলেন।

(৫৪)রোমীয় সেনা অফিসার ও তার সাথে যারা ইসাকে পাহারা দিচ্ছিলেন, তারা ভূমিক¤প ও অন্য সব ঘটনা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বললেন, “নিশ্চয়ই ইনি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন ছিলেন।”

(৫৫)সেখানে কয়েকজন মহিলা দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন। তারা গালিল থেকে ইসাকে অনুসরণ করে তাঁর সেবা করতে করতে এসেছিলেন। (৫৬)তাদের মধ্যে ছিলেন মগ্‌দলিনি মরিয়ম, ইয়াকুব ও ইউসুফের মা মরিয়ম এবং জাবিদির ছেলেদের মা।

(৫৭)সন্ধ্যার দিকে অরিমাথিয়া গ্রামের হযরত ইউসুফ নামে এক ধনী লোক সেখানে এলেন। তিনিও হযরত ইসা আ.র একজন সাহাবি ছিলেন। (৫৮)তিনি পিলাতের কাছে গিয়ে হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক চাইলেন। তখন পিলাত তাকে তা দিয়ে দিতে আদেশ দিলেন।

(৫৯)সুতরাং হযরত ইউসুফ র. দেহ মোবারকটি নিয়ে একটি পরিষ্কার লিনেন কাপড়ের কাফন পরালেন; (৬০)এবং নিজের জন্য পাহাড় কেটে তৈরি করা একটি নতুন কবরে তাঁকে দাফন করলেন। অতঃপর কবরের মুখে একটি বড়ো পাথর গড়িয়ে দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন। (৬১)মগ্‌দলিনি মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সেখানে কবরের সামনে বসে রইলেন।

(৬২)পরদিন অর্থাৎ প্রস্তুতি দিনের পরদিন, প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা একসাথে পিলাতের কাছে গিয়ে বললেন, (৬৩)"জনাব, আমাদের মনে পড়ছে, জীবিত থাকতে এই ভন্ডটা বলেছিলো, 'তিন দিন পর আমি আবার জীবিত হয়ে উঠবো।' (৬৪)অতএব, তিন দিন পর্যন্ত কবরটি পাহারা দিতে আদেশ দিন। তা না হলে হয়তো তার সাহাবিরা তার দেহ চুরি করে নিয়ে যাবে এবং মানুষকে বলবে, 'তিনি মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।' তাতে প্রথম প্রতারণার চেয়ে শেষ প্রতারণা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে।"

(৬৫)পিলাত তাদের বললেন, “আপনারা পাহারাদারদের নিয়ে গিয়ে যেভাবে পারেন, ওটা রক্ষা করুন।” (৬৬)সুতরাং তারা পাহারাদারদের সাথে গিয়ে পাথরটি সিলমোহর করে কবরটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন।